

সোজা সাস্প্টা টিকিট চাই

ডিসেম্বরে রাজ্যে পুর ভোটের একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তবে এই সম্ভাবনার পাশাপাশি কিন্তু একটা অন্য আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। তা হলো, শাসক দলের প্রার্থী পদ। ৪২-৪৩ মাসে রাজ্যে শাসক দলের শিবিরে যে ভিড় তৈরি হয়েছে তা মূলতঃ ক্ষমতাকেন্দ্রীক। অর্থাৎ কিছু পাওয়া, কিছু করে খাওয়ার প্রত্যাশায় এই ভিড়। আর এটা তো বাস্তব ঘটনা যে, সবাই সব কিছু পাননি। সুতরাং এই অবস্থায় শাসক দলের টিকিটে কেউ পুরপিতা তো কেউ পুরমাতা হওয়ার জন্য ভীষণভাবে উৎসাহী। চাকুরি না হউক, ব্যবসা না হউক পুরপিতা বা পুরমাতা হতে পারলে পাঁচ বছর রোজগারের মহাসিন্দুক খোলা হবে। এক আগরতলা পুর নিগমে ৫১টি আসন। কিন্তু যা খবর, প্রত্যাশী নাকি ৫ হাজার। এর মধ্যে কাঁটা হচ্ছে দল বনাম বিধায়ক। শহরের বিধায়কদের মতামত না নিয়ে আগরতলা পুর নিগমে শাসক দল প্রার্থী দিলে পাল্টা গৌজ প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে পারে। এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আগরতলা সহ বিভিন্ন পুরসভায় এবার শাসক দলের সামনে প্রথম চ্যালেঞ্জ প্রার্থী বাছাই। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহকুমা থেকে যে খবর আসছে তাতে নাকি অনেকেই পুর ভোটে প্রার্থী হবেন ভেবে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। আগরতলা পুর নিগমে নাকি মেয়র হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন কত জন লোক। এখন সমস্যা হলো দল কাকে খুশি বা কাকে অখুশি করবে। পুর ভোটে কিন্তু এরাজ্যের অন্য চরিত্র ফুটে উঠে। বাম আমলেও পুর সভা কিন্তু বিরোধীরা দখল করেছিল। সুতরাং পুর ভোটে বিশেষ করে আগরতলা নিগম শাসক দলের কাছে মহা চ্যালেঞ্জ। প্রার্থী নির্বাচন সঠিক না হলে প্রথম রাউন্ডেই কিন্তু পিছিয়ে পড়তে পারে শাসক দল।

বিজেপি নেতার শ্যালককে মুক্তি এনসিবি'র, বিস্ফোরক মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী

মুম্বাই, ৯ অক্টোবর। শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানের গ্রেফতার নিয়ে ফের বিস্ফোরক মতব্য করলেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক। তিনি আগেই এনসিবির সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশের অভিযোগ এনেছিলেন। এবার নবাবের দাবি, মুম্বইয়ের প্রমোদতরী'র মাদক পার্টিতে হাজির ছিলেন এক বিজেপি নেতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও। এনসিবির হাতে ধরাও পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে তাঁকে ছেড়ে দেয় এনসিবি। এই ঘটনার ভিডিও পোস্টও করেছেন এনসিপির মুখপাত্র নবাব মালিক। শনিবার টুইটারে একটি চাক্ষু্যকর ভিডিও পোস্ট করেন নবাব। সঙ্গে লেখেন, প্রমোদতরী থেকে গ্রেফতারির পর তিনজনকে এনসিবি দফতর থেকে

বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সঙ্গে পোস্ট করেন একটি ভিডিও। মহারাষ্ট্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী নবাব মালিকের অভিযোগ, এনসিবি প্রমোদতরীর মাদক পার্টি থেকে আটকের পরও তিনজনকে মুক্তি দিয়েছিল। তাদের মধ্যে খবত সদস্যব, প্রতীক গাভা এবং আমির ফানিচারওয়ালা। এর মধ্যে খবত মুম্বইয়ের বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি মোহিত কাম্বাজের শ্যালক বলে খবর। নবাব মালিকের আরও অভিযোগ, এনসিবির জেনারেল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেডে অসত্য বিবৃতি বলিউডের জননিষ্ঠ সরকার এবং একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি আরও জানান, স্থানীয় পুলিশ

আরও ধনী মুকেশ আস্থানি! সম্পত্তি ১০০ বিলিয়ন ডলার

মুম্বাই, ৯ অক্টোবর। এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আস্থানির মুকুটে নয়া পালক। এবার ১০০ বিলিয়ন ডলার ক্লাবের সদস্য হলেন তিনি। জেফ বেজোস, এলন মাস্কের মতো শীর্ষস্থানীয় ধনকুবেরদের মতো তাঁরও সম্পত্তির পরিমাণ ছাড়ান ১০০ বিলিয়ন ডলারের গুণ্ডি। শুক্রবার এই নয়া নজির গড়লেন তিনি। ‘ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার্স ইনডেক্স’-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই মুহূর্তে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০০.৬ বিলিয়ন ডলার। এবছর তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ২৩.৮ বিলিয়ন ডলার। নিজের সম্পদের পরিমাণে নতুন মাইলফলক ছুলেন তিনি। ৬৪ বছরের মুকেশ আস্থানি ২০০৫ সালে বাবার বাণিজ্য সাম্রাজ্যে পা রাখেন। তিনি সংস্থার ব্যবসার ক্ষেত্রে বাড়িয়ে প্রযুক্তি, ই-কমার্সের সঙ্গেও যুক্ত করেন। ২০১৬ সালে টেলিকমিউনিকেশনের দুনিয়ায় কার্যত বিপ্লব এনে দেয় জিও। শুধু জিও থেকেই গত বছর ২৭ বিলিয়ন ডলার রোজগার করেছে আস্থানির সংস্থা। সব সময়ই নতুন নতুন ক্ষেত্রে পা রাখতে চেয়েছেন মুকেশ। গত জুনেই তাঁর সংস্থা পা রেখেছে পূনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে। তিন বছরের জন্য ওই খাতে ১০ লক্ষ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন তিনি। এই নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সাহসই তাঁকে বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। গত ১০ বছরে দেশের ধনীতম মুকেশ আস্থানি হলেও খুব দ্রুত তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন গৌতম আদানি। ২০২১ সালে যেখানে আস্থানির রোজগার বেড়েছে ৯ শতাংশ, সেখানে আদানির উপার্জন লাফিয়ে বেড়েছে ২৬১ শতাংশ। তাঁর সংস্থার বাজার মূলধন ৯ লক্ষ কোটি টাকা। পরিসংখ্যানের বিচারে, তিনি ১ লক্ষ কোটি টাকার পাঁচটি সংস্থার মালিক। এশিয়ার ধনীদের তালিকাতেও তিনি রয়েছেন রিলায়েন্স কর্ণধারের পরেই। তবে এবার ১০০ বিলিয়ন ডলার ক্লাবে প্রবেশ করে আস্থানি যে চমকে দিলেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দীদের, তা বলাই বাহুল্য।

আরিয়ান কাণ্ডের জের, শাহরুখের বিজ্ঞপন বন্ধ করে দিল অনলাইনে শিক্ষাদানকারী সংস্থা

মুম্বাই, ৯ অক্টোবর। আরিয়ান কাণ্ডের জেরে অনলাইন শিক্ষাদানের একটি নামী সংস্থার বিজ্ঞপন থেকে শাহরুখ খানকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছিল। শেষমেশ সেই পথেই হাঁটল সংস্থাটি। শাহরুখকে দিয়ে করানো সব বিজ্ঞপন বন্ধ করে দিল তারা। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘ইকনমিক টাইমস-এ প্রকাশিত রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে। ছেলে আরিয়ান মাদক কাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে শাহরুখের সঙ্গে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে অনলাইন শিক্ষাদানকারী ওই নামী সংস্থাকেও। ঘটনাচক্রে এই সংস্থার হয়ে শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপন করেছেন শাহরুখ। নেটমাধ্যমে এই বিজ্ঞপন নিয়ে শাহরুখকে জড়িয়ে একের পর এক তোপ দাগা হচ্ছে। কেউ কেউ ‘বাদশা’কে বলেছেন, নিজের ছেলে যেখানে ‘উজ্জ্বল’ যাচ্ছে, তখন তাঁর মুখে শিশুদের শিক্ষা নিয়ে পরামর্শ মানায় না। অবিলম্বে অভিনেতাকে বিজ্ঞপন থেকে সরানোরও দাবি ওঠে। ফলে ওই সংস্থার উপর ক্রমে চাপ বাড়তে থাকে। শেষমেশ শাহরুখের বিজ্ঞপন বন্ধই করে দিল তারা। সংস্থাটির ব্র্যান্ড অ্যাাম্বাসাডরও শাহরুখ। বিজ্ঞপন বন্ধ করে দিলেও তাঁকে ব্র্যান্ড অ্যাাম্বাসাডর রাখা হয়েছে কি না তা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। ২০১৭-তে অনলাইনে শিক্ষাদানকারী ওই সংস্থার সঙ্গে বিজ্ঞপনী চুক্তি হয় শাহরুখের। দাবি, তার পর থেকেই ওই সংস্থার আয় বিপুল বেড়েছে। এই সংস্থার বিজ্ঞপনের জন্য মোটা টাকা চুক্তি হয়েছিল শাহরুখের। শুধু এই সংস্থাই নয়, আরও বেশ কয়েকটি সংস্থার মুখ হিসেবেও রয়েছেন ‘বাদশা’। এখন দেখার, সেই সব সংস্থাগুলিও একই পদক্ষেপ করে কি না।



আগরতলা পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগে তুলে রাস্তায় ময়লা ফেলে অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত করে সাফাই কর্মীরা। রাতের ৭ ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে নেতাজি চৌমুহনী মন্ত্রীবাড়ি এন্ট্রেনশন রোডে। তবে এলাকার নাগরিক সমাজের দাবি তারা কেউ এমন কাজ করেনি। নিগমের সাফাই কর্মীদের উপর করা হামলা সংঘটিত করেছে তার তদন্ত করছে পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশ-সহ তিন রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি ! বলছে সমীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর। করোনা, অর্থনীতি, কৃষক অসন্তোষ, লখিমপুর। বিরোধীদের হাতে হাজারো ইস্যু থাকা সত্ত্বেও বিজেপির জনপ্রিয়তায় আঁচ আসেনি। অন্তত এবিপি-সি-ভোটার সমীক্ষায় এমনটাই ইঙ্গিত মিলছে। আগামী বছর দেশের যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা তার মধ্যে অন্তত তিনটিতে ক্ষমতায় ফিরতে পারে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে কংগ্রেসকে ফিরতে হতে পারে শূন্য হাজারো। অন্যদিকে কংগ্রেসের অবস্থা দুর্বিসহ। বিএসপি পেতে পারে ১৩০ থেকে ১৩৮টি আসন। মায়াবতীর বিএসপি এবং কংগ্রেসের অবস্থা দুর্বিসহ। বিএসপি পেতে পারে ১৫ থেকে ১৯৯টি আসন। কংগ্রেস পেতে পারে মাত্র ৩ থেকে ৭টি আসন। উত্তরাখণ্ড এবং গোয়াতেও সহজেই ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি। উত্তরখণ্ডে ৭০ আসনের মধ্যে ৪২ থেকে ৪৫টি পেতে পারে গেরুয়া শিবির। কংগ্রেস পেতে পারে ২১ থেকে ২৫টি আসন। আম আদমি পার্টি পেতে পারে ০ থেকে ৪টি আসন। গোয়াতেও সহজেই ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি। ৪০ আসন বিশিষ্ট গোয়া বিধানসভায় ২৪-২৮টি আসন পেতে পারে গেরুয়া শিবির। কংগ্রেস পেতে পারে ১ থেকে ৫টি আসন। ৩ থেকে ৭টি আসন পেতে পারে আম আদমি পার্টি। তৃণমূল-সহ অন্যান্যরা পেতে পারে ৪ থেকে ৮টি আসন। কংগ্রেসের একমাত্র আশার জায়গা পাঞ্জাবেও হতাশ হতে হচ্ছে হাত শিবিরকে। সেখানেও বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে আসতে পারে আম আদমি পার্টি। ১১৭ আসনের পাঞ্জাব বিধানসভায় আপ পেতে পারে ৪৯-৫৫টি আসন। কংগ্রেস পেতে পারে ৩০-৪৭ টি আসন। অকালি দল পেতে পারে ১৭-২৫টি আসন। বিজেপির দখলে যেতে পারে ০-১টি আসন। আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য মণিপুরে অবস্থা খারাপ। খাঙ্গা খেতে পারে গেরুয়া শিবির। ৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভায় বিজেপি পেতে পারে ১১-১৫টি আসন। কংগ্রেস পেতে পারে ১৮-২৫টি আসন। এনপিএফ পেতে পারে ৪-৮টি আসন। অন্যান্যরা পেতে পারে ১-৫টি আসন।

স্টিয়ারিং-র স্ফোভ অভিষেকের কানে

● **প্রথম পাতার পর** তেমনি দলের একনিষ্ঠ কর্মীরা দূরে সরে যাবেন। জানা গেছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্টিয়ারিং কমিটি সম্পর্কিত দলীয় নেতাদের বক্তব্য জানার পর স্পষ্টতই বলেছেন বিষয়টা জেমে পূনর্বিবেচনায় রাখবেন। তবে এ জাতীয় সমস্যা এলে তা যাতে সংশোধন করা যায় এই জন্যই প্রথমেই পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠন না করে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিষেক রাজ্যের যোগা-কমান্ডে জানিয়েছেন, কাজের নিরিখে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। সেখানে তারাই স্থান পাবেন যারা ময়দানে থেকে লড়াই করবেন। সেদিক থেকে স্টিয়ারিং কমিটি একটি প্রাথমিক বাছাই পরের কমিটি। রাজ্য কমিটিতে স্টিয়ারিংয়ের বহু সদস্য থাকবেন ও বহু সদস্য বাদ পড়বেন। নানা জনের কথাবার্তার ভিত্তিতে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলেও পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠনের বিরুদ্ধেই তিনি খেলছেন। সেই সময়ে যোগ্য নেতা-কর্মীদের দেওয়া হলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠনের কথাও জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গেছে, রাজ্য নেতাদের কয়েকজন অভিষেকের কাছে সরাসরি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস করার জেরে পাল্লা দেবকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো পুলিশ। কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক জিঘাংসা মোটেও গিয়েই এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। অথচ এআইসিসির প্রাক্তন সদস্যা রাজ্যের যোগা বিরোধীরা জানিয়েছেন বহু লড়াই সংগ্রামের পোড়খাওয়া নেত্রী পাল্লা দেবকে স্টিয়ারিং কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়নি। বাদ গিয়েছেন প্রেমতোষ দেবনাথ, তপন দত্ত, মুজিবুর ইসলাম মজুমদার, শুভঙ্কর দেবনাথ সহ আরও বহু নেতা-নেত্রী। রাজ্য তৃণমূলকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে এদের ভীষণ প্রয়োজন বলেও ভার্চুয়াল বৈকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়র কাছে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাতে শুক্রতেই লবিবাজি করতে গিয়ে জনাকয় নেতা এভাবে তৃণমূলকে বিপক্ষে পরিচালিত করতে চাইছেন। এই বিষয়টা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একবারে পরিষ্কারভাবেই বুঝে গিয়েছেন বলে তিনি নিজে জানিয়েছেন। তার বক্তব্য, আগে থেকে তিনি বিষয়টা জানলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। তবে আগামীদিনে সময় এবং সংযোগমতো এই ভুল সংশোধন করে নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

কোভিড রোগী থাকছেন আড়ালেই!

● **প্রথম পাতার পর** জনের সংক্রমিত হওয়ার চাপ একটু হলেও কমে, তাড়াড়া হাসপাতালের আসার সময় অন্য যাত্রীরাও একটু হলেও বেশি নিরাপদ। খারাপ দিক হচ্ছে, পজিটিভ হলে স্বাস্থ্য দফতরকে জানানো হবে, সেটা আনেকেরই করেন না। জানালো, ট্রাকে থাকবেন তিনি, নির্দিষ্ট নিয়ম বাধ্য হয়ে। পরিস্থিতি খারাপ হবার আগেই যেন হাসপাতালে আনেন সেই পরামর্শ দেয়া হবে। তাছাড়া সবার জন্য চিকিৎসা পরামর্শ এক নাও হতে পারে। বাড়িতে অ্যান্টিজেন টেস্ট করে পজিটিভ হলে, তা বাধ্যতামূলকভাবে জানানোর নিয়ম থাকলে ভাল। কীভাবে, কত বিকল্প হচ্ছে এই কিং তাঁর একটা মনিটরিং থাকা দরকার। জনসচেতনতার কর্মসূচিও দরকার কীভাবে টেস্টটি করতে হবে তা নিয়ে। স্বাস্থ্য দফতর অনেকদিন ধরেই আর কন্ট্রাস্ট ট্রেসিংকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। পজিটিভ রোগীর বাড়িতে পোস্টার পড়ছে না। অন্য সদস্য বা কোভিড রোগী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও, প্রতিবেশীরা জানতেও পারছেন না। ফোন করে খোঁজ-খবরও বন্ধ। পরিবারের একজনের কোভিড হাসপাতালেই ধরা পড়লেও, বাকিদেরও টেস্ট করতে হবে, সেটিও বলেও দেয়া হয়েছে না, করতে বাধ্যও করা হচ্ছে না। দক্ষ ব্যবহার উঠেই গেছে। ফাইন নেই, নেই শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখার নিয়ম। বাজারে-দোকানে কেউ নিয়ম মানছেন না, তা নজরপারিও করছেন না কেউ। যদিও গাইড লাইন এখনও চালু, শুধু তাই নয় সারদ মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারির অন্যতম কারণ কোভিড। তৃতীয় ধাক্কার ঝুঁকির কথা সেখানে বলা হলেও তা শুধু কাগজে কলমেই রয়ে গেছে, ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক সভা/সামবেশ/মিছিল নিষিদ্ধ হলেও শাসক দল নিয়মিতই তা করছে। প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, আইন রক্ষাকারী, ন্যায়বিচারের দায়িত্বে থাকা কোনও সংস্থাই তা দেখছে না, কারণ এখনও সেই নিয়ে কোনও ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না। স্বাস্থ্য দফতরের কোভিড বুলেটিন অনুযায়ী রাজ্যে কোভিড রোগীর সংখ্যা কমে এসেছে। শনিবারে মাইই ১৪ জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। টেস্টও কমে কমে দুই হাজারের বেশি। এই ধারা মোটামুটি বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে, তাতে মাঝে মাঝেই মৃত্যুর ঘটনাও হচ্ছে।

প্রশাসনের ছিনমিনি

● **প্রথম পাতার পর** ভবন কর্তৃক ‘ভিজিট গাইডলাইন’ বিষয়ক যে নির্দেশগুলো বিভিন্ন সরকার কর্তৃপক্ষের কাছে নানাভাবে জানানো হয়, তার বেশ কয়েকটি এখনো এ রাজ্যে মানা হয়নি বলে অভিযোগ। সেসবের অন্যতম প্রধান হলো, মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন, বীরচন্দ্র লাইব্রেরির দেওয়াল থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়কগুলোর টোমাথা বা তে-মাথায়— প্রচারসজ্জা একইভাবে রয়ে গেছে। রাত পোহালেই বোধন। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে, এমনকি বহিরাঙ্গা থেকেও অনেকে দুর্গোৎসবের আনন্দ নবেরন শহরে এসে। স্থূল পড়ুয়া কমবয়েসি ছেলে-মেয়েরা দেশের উপর্যুপতির ছবি শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং দুর্গাপূজা প্যান্ডেলের আশেপাশে দেখে, বাবা-মা’কে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন করতে পারে— ‘বাবা, দেশের উপর্যুপতির ছবি এখনো শহরে নানা জায়গায় বসানো রয়েছে কেন?’ অনেকে অবাক নবেরন বিষয়টি লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করতেই পারেন— ‘মা, উনি তো গত ৭-৭ তারিখ দিল্লি চলে গেছেন। তাহলে এখনো কেন নানাভাবে গুলেলকম করে এতো এতটা ব্যানার, গেট ইত্যাদি শহরে রয়েছে?’ শহরের অন্যতম জনপ্রিয় এলাকা তথা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে প্রায় ৫০-৬০ ফিট উচ্চতার একটি বিশালাকার গেট এখনো বিদ্যমান। উপর্যুপতিরকে স্বাগত জানিয়ে এই গেটটি কী কারণে একই অবস্থানে রয়েছে, তা একমাত্র রাজ্য প্রশাসনই বলতে পারবে। এই বিষয়গুলোর জন্য সমানভাবে দায়ী রাজ্যের তথা সংস্কৃতি দফতর এবং অবশ্যই আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। একইভাবে দায় বর্তাবে রাজ্যের পূর্ত দফতর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের উপরও। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গত কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিভিন্ন এলাকা থেকে শহরে নানা এলাকায় সন্মিমায় খুলছে এবং উনারা সকলেই রাজ্য সফর শেষে নিজদের রাজ্য ফিরে গেছেন, সেই দিন এক বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। তারপরও বিষয়গুলো নিয়ে হেলদোল সেই রাজ্য প্রশাসনের। প্রতিটি বিষয় খবর আকারে প্রকাশিত হলে, সাংবাদিক সম্মেলনে সরকার পক্ষের তরফে কেউ না কেউ চেষ্টা করেন সংবাদমাধ্যমকেই গোরাগোপ করতে। গঠনমূলক এবাবতীয় সরকারি ‘কাজের সমালোচনা’ করার পরেও যদি প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে আসলে ‘যা করেছি বেশ করেছি’ মনোভাব গ্রাস করেছে সরকার তথা প্রশাসনকে।

টেট আনসার-কী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অব ত্রিপুরা (টিআরবিটি) টেট পরীক্ষার ‘আনসার কী’ প্রকাশ করেছে। তাদের ওয়েব সাইট, trb.tripura.gov.in-এ পাওয়া যাবে। ২৬ সেপ্টেম্বর এবং ৩ অক্টোবর টেট পরীক্ষা হয়েছিল।

পুজোর সপ্তাহে রাতের আকাশেও চোখ রাখুন, হবে মহাজাগতিক সহাবস্থান!

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর। ফের মহাজাগতিক সহাবস্থান। সৌরজগতের তিন তারার কাছাকাছি আসতে চলেছে চাঁদ। পুজোর সময় যখন বাংলা উৎসবমুখর সে সময় উৎসব হবে আকাশেও। শুক্র, শনি এবং বৃহস্পতি, তিন গ্রহেরই কাছাকাছি আসবে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। ৯ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সন্ধ্যে হলেই আকাশে দেখা যাবে অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য। এই শুক্রপক্ষে পূর্ণিমা পরায় প্রতিদিন চাঁদকে প্রথমে শুক্রগ্রহ বা শুকতারার কাছাকাছি দেখা যাবে। দুটোকেই দেখাবে উজ্জ্বল। শনিবার সন্ধ্যে শুক্রবার অষ্টমীর রাত পরায় এই দৃশ্য দেখা যাবে। এরপর বৃহস্পতি এবং শনির মাঝখানে চলে আসবেন ‘চন্দ্রদেব’। চাঁদের আলো উজ্জ্বল তো হবেই, সেই সঙ্গে রূপালি রঙে দেখা যাবে বৃহস্পতিকে। শনির রঙ হবে হলদে সাদা। এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখতে কোনও দূরবীক বা টেলিস্কোপের প্রয়োজন নেই। খালি চোখেই দেখা যাবে। শনিবার থেকে অষ্টমী পর্যন্ত বৃহস্পতি এবং শনিকে দেখা যাবে না, কারণ শুকতারার উজ্জ্বলতার কারণে দুই গ্রহ চাপা পড়ে যাবে।

হোমগার্ডদের আডভান্স

● **প্রথম পাতার পর** হিসেবে ৫ হাজার টাকা করে পাবেন। এর ফলে নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবেন রাজ্যের বহু কর্মচারী। উল্লেখ্য, এবার রাজা সরকার পুজে উপলক্ষে সরকারি কর্মচারীদের আডভান্স ২০ হাজার টাকা করে প্রদান করেছে। তবে এক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা এবং হোমগার্ডরা নিয়মিত না হলেও তাদেরকে ৫ হাজার টাকা করে আডভান্স দিচ্ছে সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি ওই অবশের কর্মচারীরা।

চাঁদার জন্য সরকারি ফতোয়া

● **প্রথম পাতার পর** কর্মচারীরা বেসরকারি উদ্যোগে করে থাকেন, সেটি সরকারি কোনও কাজ নয়, সরকার ধর্মীয় কাজে জড়িত হয় না। ত্রিপুরায় একসময় স্থূল স্থলে সনস্কৃতি পূজায় শিক্ষকরা জড়িত থাকতেন, তারাই চাঁদ আদায় করতেন, রোল—কলের খাতায় নামের পাশে টুকে রাখতেন চাঁদার ভক্ষ। কেউ না দিলে, বার্ষিক পরীক্ষার ফলের আগে তা পরিক্ষার করতে হত। এটা যেন ছিল নিয়ম। বামফ্রন্ট সরকার বেশ কিছু বছর আগে নির্দেশ দিয়ে বলে দেয় যে, এভাবে সরকারিভাবে ধর্মীয় আচরণ করা যাবে না, ছাত্ররা করতে চাইলে তা করতে পারে, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সেখানে জড়িত হতে পারেন না। এখন কোনও ছাত্র চাঁদ না দিলে, তাকে কেউ বাধ্য করতে পারে না, ফল আটকে রাখা দূরে থাক। থানায় থানায় কালীপূজা নিয়েও একই নির্দেশ জারি হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

● **প্রথম পাতার পর** চলা, শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদি। সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রত্যেকের সচেতনতাই উৎসবের দিনগুলি এবং তার পরবর্তী সময়কালকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে পারে। দ্বৈী দশভুজা মা দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা উৎসবের আনন্দ যাতে সবার ঘরে ঘরে বিরাজ করে। রাজ্যের উন্নয়নে মায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সরকারের শারদ অবকাশ আনন্দময় ও সুস্থতায় পরিপূর্ণ হোক এবং উৎসবের দিনগুলি নিরাপদে শান্তিপূর্ণভাবে সবার সংযোগিতায় কাটুক সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।

আসল ভরসা

● **প্রথম পাতার পর** ঢিলে হয়ে যায় রিক্সায় গেলে। ফুটপাথে ঢেকার টাইলস বসেছে, অথচ অসংখ্য খুঁটি আর বিজ্ঞপনের বিল বোর্ড ফুটপাথ আটকে দিয়েছে। অন্য ফুটপাথে ঢাটস ঢাউন টোকো স্টল দিয়ে আটকানো অধিকাংশ জায়গা। কর্ণেল টোমুহনি থেকে নর্থগেটের দিকে হাঁটা শুরু করলে, একদিকে ফুটপাথ আছে, আরেকদিকে আছে। যেদিকে আছে , তাতে অসংখ্য খুঁটি, আর তাতে জটলা, বার বার নামতে হবে ফুটপাথ ছেড়ে। কোথাও ফুটপা্ত সড়, ফুটপাথে খুলে রাখা হয়েছে ব্যবসায়ী, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের গেট, গেট খুলেই রাস্তার ওপর। এখন দুর্গাপূজায় বাকী অংশও বোর্ড দিয়ে আটকে ফুটপাথটাই খানে খানে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্মার্টসিটিতে ঘরে ঘরে জলের নলে জল না এলেও সামান্য বৃষ্টিতে ভেসে যায় শহর। ‘আগামী বছরে জল জমবে না’ ব্যবহারিত হয়নি। সেই স্মার্ট সিটির দুই নষ্টের পূর্ব ওয়াতে বীরের সাক্ষী নির্ভর এক প্রবীণ নাগরিক কপালে হাত নষ্টকিয়ে ইশ্বর প্রণামের মুদ্রায় অনুরোধ করেছেন একটি ব্রিজ তৈরি করতে। এক স্থূল দিদিমণি কাতর অনুরোধ করেছেন, ছোট ছোট শিশুরা যেন রাস্তায় বিপদে না পড়ে সেদিকে নজর দিতো তাহলে তারা, “এপার ওপার স্মৃতিস্মরণ একলাফ”/সাঁকটা দুলাছে ,এই আমি তোার কাছে”, কাব্য নয় , বস্তুতই সাক্ষীকো কেবল দুলাতেই থাকে। অন্তত ব্রিজ বহর ধরে পাল্লাপায়ের স্থির ব্যবস্থার জন্য তারা তাকিয়ে আছেন।

আঁধার শঙ্কা দিল্লিতে!

● **আটের পাতার পর** গোটা দিল্লি। দিনকয়েক আগেই কয়েকটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল দেশে কয়লার বিশাল ঘাটতি দেখা গিয়েছে। যার জেরে বিদ্যুৎগৃহকটর মুখে পড়তে পারে দেশে। পেচে মোট ১৩৫টি কয়লা নির্ভর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। দেশের ৭০ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এই কেন্দ্রগুলি। অর্ধেকেরও বেশি কেন্দ্রে তিন দিনের মতো কয়লা মজুত আছে বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল। সেই রিপোর্টে প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিনের মাঝেই দিল্লি থেকে এই ধরনের দাবি উঠল।

তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার

● **আটের পাতার পর** সিবিআই অদ্যে নেনো গত ৫ অক্টোবর চার্জশিট জমা দেয় আদালতে। সেখানে গৃত তিন জনের নাম উল্লেখ ছিল। চার্জশিটে স্বেথাও অন্য কণও জড়িত থাকার কথা বলা নেই।” তিনি আরও বলেন,“এই ১১ জনকে এর আগেও ৩ বার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ঊঁরা প্রতি বার হাজির হয়েছেন।”

রাতের অবরোধের ডাক

● **আটের পাতার পর** লখিমপুর থেরিতে কৃষকদের পিষে মেরে ফেলার ঘটনায় প্রায় সপ্তাহখানেক পর শনিবার বেলায় উত্তরপ্রদেশের ক্রাইম ব্রাঞ্ছের দফতরে এসে হাজিরা দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলো অভিযুক্ত আশিস ত্রিাশ। এদিন সকাল ১০টার মধ্যে হাজিরাির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মিস্র। সেই মর্মে শুক্রবার তার বাড়িতে নোটিশ ধোঁওয়ানো হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনে এদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দিয়েছে আশিস। সূত্রের খবর, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ক্রাইম ব্রাঞ্ছের আধিকারিকরা।

গ্রেফতার এনসিবি অফিসার

● **আটের পাতার পর** হায়দরাবাদ থেকে কাজ সেরে মুম্বইয়ে ফিরছিলেন। অভিযোগ, তরুণী যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন এনসিবি অফিসার। তরুণীর ব্যাগ থেকে তাঁর অন্তর্বাস বের করেন তিনি। তা নিয়ে অশালীন অঙ্গদঙ্গী করেন। তরুণীকে জোর করে ছোঁয়ার চেষ্টা করেন। অযাচিত ছোঁয়াতে ঘুম ভেঙে যায় তরুণীরা। চিকার করে ওঠেন তিনি। তরুণীর চিকিৎকে অন্য কামরা থেকে যাত্রীরা ছুটে আসেন। নারকোটিজ কন্ট্রোল ব্যুরোর তার বাড়িতে নোটিশ দেওয়া হয়। পরে গুৱঙ্গাবাদ রেল পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করা। সঙ্গে ২৫ বছরের তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এনসিবি আধিকারিককে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে পার্লি থানার হেফাজতে রয়েছেন দীপেশ। উল্লেখ্য, মাদক মামলায় শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানের গ্রেফতারার পর থেকে একাধিকবার খবরের শিরোনামে নারকোটিজ কন্ট্রোল ব্যুরোর কথা উঠে এসেছে। তবে গুৱঙ্গাবাদের এই ঘটনা ভিন্ন। শোনা গিয়েছে, নারকোটিজ কন্ট্রোল ব্যুরোর সুপারিটেনেন্টে স্ট রায়ক্কের ওই অফিসার মানসিক রোগে আক্রান্ত। গত আট মাস ধরে নাকি মনোবিদদের পর্যবেক্ষণে তাঁর চিকিৎসা চলছে। মানসিক সমস্যার কারণে তিনি এই কাজ করেছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রয়োজনে আলাদা করে মনোবিদদের পরামর্শও নেওয়া হতে পারে বলে খবর।